সোনালী ব্যাংক পিএলসি

বিশ্বস্ত ও স্মার্ট

নং-এইচআরডিডি/৩৯৯/১০৩৬

তারিখ : ০৪ চৈত্র, ১৪৩০ / ১৮ মার্চ, ২০২৪

সভার বিজ্ঞপ্তি

আগামী **২৩ মার্চ, ২০২৪** তারিখ **শনিবার বেলা ১১:০০ ঘটিকায়** ওয়াটার গার্ডেন রিসোর্ট, বাসাইল, টাঙ্গাইল-এ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে **২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সভা** (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪ কোয়ার্টার) ও গণশুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

২.০০: উক্ত সভায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর প্রতিনিধিসহ নিম্নোক্ত নির্বাহীবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন :

১। জনাব মোঃ আফজাল করিম, সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক পিএলসি ও আহ্বায়ক, প্রধান কার্যালয়স্থ নৈতিকতা কমিটি।
২। জনাব মীর মোফাজ্জল হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর-২, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ সাফায়েত হোসেন পাটওয়ারী, জেনারেল ম্যানেজার (এইচআর) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট।
৪। জনাব বীথি আক্তার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এইচআরডিডি) ও বিকল্প শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট।
৫। জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এইচআরএমডি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, টাঙ্গাইল।
৭। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, সিরাজগঞ্জ।

৩.০০: **সভার আলোচ্যসূচি :**

১। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে পর্যালোচনা।
২। অংশীজনদের (stakeholders) অংশগ্রহণে গণশুনানি।
৩। বিবিধ।

৪.০০: উক্ত সভায় **প্রিন্সিপাল অফিস, টাঙ্গাইল** এবং **প্রিন্সিপাল অফিস, সিরাজগঞ্জ** এর আওতাধীন সকল কার্যালয় প্রধান, সকল জেলা শাখা প্রধানের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণসহ সভার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং আওতাধীন শাখার ঋণ সুবিধাভোগী, আমানতকারী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও অন্যান্য সুবিধাভোগীকে এ সভায় উপস্থিত রাখার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ সাফায়েত হোসেন পাটওয়ারী)
জেনারেল ম্যানেজার
ও ফোকাল পয়েন্ট, প্রধান কার্যালয়স্থ নৈতিকতা কমিটি

পৃষ্ঠা – ১ / ২

www.sonalibank.com.bd	**হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন** প্রধান কার্যালয়: সোনালী ব্যাংক পিএলসি, ৩৫-৪২,৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। ডিজিএম: ০২২২-৩৩৮৮১৭৫, পিএবিএক্স: ৯৫৫০৪২৬-৩১, ৩৩, ৩৪, এক্সটেনশন: ২০২৫, ৩২৫১, ৩২৪৬, ৩২৫২, ৩২৬৩, ৩২৪৭, ৩২৫০, ৩২৯২। ইমেইল: dgmhrdd@sonalibank.com.bd	হটলাইন: ১৬৬৩৯, +৮৮০৯৬১০০১৬৬৩৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সচিব এর একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২। জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, বগুড়া।

৩। জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, ঢাকা-নর্থ, ঢাকা।

৪। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, টাঙ্গাইল।

৫। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, সিরাজগঞ্জ।

৬। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, পাবলিক রিলেশন্স ডিভিশন, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৭। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, এমপ্লয়ীজ ওয়েলফেয়ার এন্ড ট্রান্সপোর্ট ডিভিশন, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা [উক্ত সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধিসহ এ ব্যাংকের নির্বাহী/কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ২২-২৩ মার্চ, ২০২৪ দুই দিনের জন্য ড্রাইভারসহ মোট ৫টি গাড়ি সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]।

৮। সিইও এন্ড এমডি মহোদয়ের একান্ত সচিব, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৯। পিএস-টু-ডিএমডি-২, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১০। অফিস কপি।

জেনারেল ম্যানেজার

সোনালী ব্যাংক পিএলসি

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা এর জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪ ত্রৈমাসিকের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে ৩য় সভা ও গণশুনানীর কার্যবিবরণী।

প্রধান অতিথি	:	জনাব মোঃ আফজাল করিম, সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও প্রধান কার্যালয়স্থ নৈতিকতা কমিটির আহ্বায়ক।
বিশেষ অতিথি	:	জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস, যুগ্মসচিব ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। জনাব মীনাক্ষী বর্মন, যুগ্মসচিব ও শুদ্ধাচার বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। জনাব সাবিনা আলম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর। জনাব মীর মোফাজ্জল হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। জনাব মোঃ সাফায়েত হোসেন পাটওয়ারী, জেনারেল ম্যানেজার (এইচআর) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
সভাপতি	:	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান খান, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, টাঙ্গাইল।
তারিখ	:	২৩.০৩.২০২৪, শনিবার, বেলা ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান	:	ওয়াটার গার্ডেন রিসোর্ট এন্ড স্পা, দাপনাজোর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।
আয়োজনে	:	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ।
উপস্থিতি	:	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ এর আওতাধীন বিভিন্ন শাখার গ্রাহকসহ প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ (**সংলগ্নী-'ক'**)।

সভার শুরুতে সভাপতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ও গণশুনানীতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের সকল সদস্য এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল শহিদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন শুদ্ধাচার ব্যক্তি হতে শুরু হয় তারপর পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় । তিনি উল্লেখ করেন সোনালী ব্যাংকের ২০২৩ সালের আমানত, মুনাফা এবং মূলধনসহ সকল সূচকে উন্নতি হয়েছে। গ্রাহক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্যতা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন টাঙ্গাইল অঞ্চলে ঋণ বিতরণ থেকে শুরু করে ব্যাংকের সকল সেবা গ্রাহকদেরকে সহজভাবে প্রদান করা হচ্ছে। সবশেষে টাঙ্গাইল অঞ্চলে সেবার মান আরও উন্নত হবে এবং শুদ্ধাচার বিষয়ে সজাগ ও সচেষ্ট থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন ।

২.০০ : প্রধান অতিথি সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর সিইও এন্ড এমডি জনাব মোঃ আফজাল করিম তার বক্তব্যের শুরুতে সভার সভাপতি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের সকল নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ, সম্মানিত গ্রাহক, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং ঋণ গ্রহীতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে উদ্বোধনী বক্তব্য শুরু করেন। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের সকল সদস্য এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল শহিদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন ব্যাংকের সকল খাতে সেবা প্রদান এর মান সাবলীল ও সহজ

হয়েছে। তিনি বলেন ব্যাংক Financial Intermediary হিসেবে কাজ করে থাকে। আমানত সংগ্রহ, ঋণ বিতরণসহ বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান করে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো গ্রাহক যেন হয়রানি না হয় সেজন্য সকলকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। আমাদের সিটিজেন চার্টার রয়েছে যা হচ্ছে সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি বা কন্ট্রাক্ট। তিনি বলেন শুধু সেবা প্রদান করলেই হবে না, কোন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কত সময় লাগবে তা সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, নির্দিষ্ট সেবা পেতে বিলম্ব হলে গ্রাহক অভিযোগ এর মাধ্যমে প্রতিকার বা নিষ্পত্তি প্রদান বিষয়ে ফিজিক্যালি এবং অনলাইনেও অভিযোগ করতে পারেন। এ বিষয়ে সোনালী ব্যাংকের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তা রয়েছেন।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। তিনি জানান সুনির্দিষ্ট তথ্য চাওয়া হলে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদান করা হবে। চাহিত তথ্য বা অভিযোগের বিষয়ে সন্তুষ্ট না হলে সেক্ষেত্রে আপিল কর্মকর্তার কাছে আপিল করা যাবে। আজকে যারা উপস্থিত আছেন তারা ব্যাংকে সেবার বিষয়ে তাদের মতামত দিবেন। কোন হয়রানি হলে তা বলবেন।

সোনালী ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে সেবা প্রদান করছে যা ব্যাংক-কে Smart Banking এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সোনালী ই-সেবার মাধ্যমে ৮৬৫টি প্রতিষ্ঠানকে Fee Collection এবং অন্যান্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সম্মানিত গ্রাহকগণ সোনালী ই-ওয়ালেট এর মাধ্যমে দেশে বা বিদেশে বসে তাদের অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন। Paperless Banking তথা QR Code Scan করে চেক বই ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। Smart Technology এর মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান বাড়ানোর জন্য সোনালী ব্যাংক প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৩ সালে ৩৮টি শাখাকে মডেল শাখা হিসেবে উদ্বোধন করা হয়েছে। অতঃপর সোনালী ব্যাংকের সেবার ত্রুটি/ঘাটতি থাকলে তা এবং সেবার মান কিভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে গ্রাহকদের মতামত প্রদানের জন্য আহবান জানান।

৩.০০: গণশুনানী ও উন্মুক্ত আলোচনা :

৩.০১: মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, টাঙ্গাইল :

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএমই ঋণ গ্রহীতা জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন তিনি ৭.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন । তিনি অল্প সময়ে ঋণ নিয়েছেন এবং ঋণ নিতে কোন হয়রানির শিকার হননি । ঋণ নিয়ে তিনি সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করছেন । তিনি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ভাল সেবা পেয়ে ধন্যবাদ প্রদান করেন । শাখাটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক শাখা কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ পরিসর অত্যন্ত ছোট বিধায় সেবাগ্রহীতারা সেবা নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। এজন্য ব্যাংকের ভিতরের পরিসর বৃদ্ধি, গ্রাহকদের বসার ব্যবস্থা করে শাখাটি এসি করা অত্যন্ত জরুরি মর্মে মত প্রকাশ করেন।

৩.০২: দেলদুয়ার শাখা, টাঙ্গাইল :

দেলদুয়ার শাখার এসএমই ঋণ গ্রহীতা জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক একজন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, টিসিবি এর ডিলার। তিনি বিএডিসি এর বীজেরও ডিলার। তার রাইস মিলের ব্যবসার বিপরীতে ৪.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন । তিনি অল্প সময়ে ঋণ নিয়েছেন এবং ঋণ নিতে কোন হয়রানীর স্বীকার হননি। তিনি ব্যাংকের ভিতরের পরিসর বৃদ্ধি এবং শাখাটি এসি করার জন্য অনুরোধ করেন।

৩.০৩: টাঙ্গাইল শাখা, টাঙ্গাইল :

➢ মেসার্স সিলমি ফ্যাশন, প্রোঃ মোঃ সেলিম আল মামুন জানান তিনি ২০১৪ সালে টাঙ্গাইল শাখা হতে দ্রুত সার্ভিস পেয়ে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করলে ভালো হতো। যাদের ব্যবসায়িক রেকর্ড ভালো এমন প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের বিনা জামানতে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

➢ মেসার্স সিদ্দিক ট্রেডার্স প্রোঃ জনাব মোঃ সিদ্দিক হোসেন ২০১১ সালে ঋণ নিয়েছেন । বর্তমানে ১৪.০০ লক্ষ টাকা আউটস্ট্যান্ডিং রয়েছে। তার ঋণটি বর্তমানে খেলাপি। অসুস্থ্যতার কারণে সুদ মওকুফের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ পরিশোধ করতে চান। মর্টগেজকৃত সম্পত্তির মূল্য পাওনার তুলনায় অধিক হওয়ায় সুদ মওকুফ প্রদান

নীতিবিরূদ্ধ হওয়ায় সিইও এন্ড এমডি মহোদয় সিএসআর খাত থেকে মানবিক সাহায্য প্রদানের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন এবং যথাযথভাবে আবেদন করতে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

➢ মেসার্স ক্রাউন ইলেকট্রিক প্রোঃ আবু বকর সিদ্দিকী ৭৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন । তিনি বলেন সরকারি ব্যাংকে আগে যেতে ভয় পেতেন । প্রিন্সিপাল অফিস টাঙ্গাইলের ডিজিএম তাকে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিলে অল্প সময়ের মধ্যে তার ঋণ প্রস্তাবটি অনুমোদন হয়েছে এবং তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ পেয়েছেন। তিনি কাউন্টারে লোকবল বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন। অনলাইন এসএমএস পেতে দেরির বিষয়ে উল্লেখ করেন। সিইও এন্ড এমডি মহোদয় তাকে ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও সোনালী ই-ওয়ালেট এর সার্ভিস নিতে পারেন মর্মে পরামর্শ দেন।

৩.০৪: <u>ময়মনসিংহ রোড শাখা, টাঙ্গাইল :</u>

➢ জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান ময়মনসিংহ রোড শাখা হতে ০৩ বছর যাবত ঋণ নিয়েছেন । তাকে ঋণ নিতে কোন ঝামেলা পোহাতে হয়নি। সেবার মানে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। শাখায় পেমেন্ট কাউন্টার বৃদ্ধির অনুরোধ করেন। সিইও এন্ড এমডি মহোদয় তাঁকে ডেবিট কার্ড নিতে বলেন এবং এটিএম হতে টাকা উত্তোলন করার সুবিধার বিষয়ে বলেন ।

➢ জনাব মোঃ এনাম হোসেন সিদ্দিকী একজন আমানতকারী। তিনি একটি বেসরকারি ব্যাংকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি টাঙ্গাইল অঞ্চলের সোনালী ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পর্কে প্রশংসা করেন। সোনালী ব্যাংকের সার্ভিসে তিনি খুশি। তবে এম.আই.সি.আর চেক পেতে ৩/৪ মাস সময় লাগার বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা গরমে লাইনে দাড়িয়ে থাকতে পারে না। ডেবিট কার্ড ব্যবহারে তাদের উৎসাহ কম। কর্মকর্তা বদলির কারণে শাখায় মাঝে মাঝে জনবল সংকট দেখা দেয়, তিনি ব্যাংকে জনবল বাড়ানোর জন্য বলেন। তার প্রায় এক কোটি টাকা ডিপোজিট আছে। সিইও এন্ড এমডি মহোদয় তাকে ধন্যবাদ জানান। এম.আই.সি.আর চেক বই দেরিতে পাওয়ার বিষয় নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তিনি প্রধান কার্যালয়ে কথা বলার জন্য নির্দেশ দেন। সিইও এন্ড এমডি মহোদয় তাকে ম্যানুয়ালি চেক বই নিতে বলেন। এছাড়া গ্রাহকসেবা অব্যাহত রাখতে কর্তৃপক্ষকে কোন কারণ ব্যতীত ঘন ঘন বদলি না করার জন্যও পরামর্শ দেন। জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস, যুগ্মসচিব ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ পর্যায়ে বলেন যে, এসি'র ব্যাপারে প্রায়োরিটি রয়েছে কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানে এসি প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে ।

৩.০৫: <u>মির্জাপুর শাখা, টাঙ্গাইল :</u>

➢ ১৯৭৪ সালে মির্জাপুর শাখাটি উদ্বোধন হওয়ার পর থেকেই আব্দুল হালিম মিয়া প্রোঃ মেসার্স হালিম পেইন্টস এর নামে হিসাব পরিচালনা করে আসছেন। ১৯৯১ সালে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন । বর্তমানে তিনি ৪০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। মির্জাপুর শাখা খুবই ব্যস্ত শাখা এবং এর অভ্যন্তরে খুবই গরম। তিনি শাখাটি এসি করার জন্য অনুরোধ করেন।

➢ মীর লুৎফর রহমান একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। তিনি ২০১৩ সালের শেষে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সোনালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্বের চেয়ে ব্যাংকের গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় ধন্যবাদ জানান । তিনি বলেন সিইও মহোদয়ের ব্যাংক বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করায় সকলে অনেক কিছু জানতে পারল বিধায় প্রশংসা করেন। তিনি শাখাটিকে এসি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

৩.০৬: <u>টাঙ্গাইল বাজার শাখা, টাঙ্গাইল :</u>

জনাব মাহবুবুর রহমান খান একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি বর্তমান ম্যানেজারের সার্ভিস বিষয়ে প্রশংসা করে ব্যাংকের সার্ভিসে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি শাখার পরিসর বৃদ্ধি এবং শাখাটি এসি করার জন্য অনুরোধ করেন।

৩.০৭: পাকুল্যা বাজার শাখা, টাঙ্গাইল :

মেসার্স রাতুল এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সিএনজির ব্যবসা করেন। তিনি বলেন গ্রাহক শাখায় আসলে দাড়ানোর জায়গা থাকে না। শাখার পরিসর বৃদ্ধি করার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। সিইও এন্ড এমডি মহোদয় শাখার পরিসর বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন ।

৩.০৮: কোর্টবিল্ডিং শাখা, টাঙ্গাইল :

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুল্লাহ বাহার কোর্টবিল্ডিং শাখার একজন আমানতকারী । তার একটি লোন ছিল যা তিনি পরিশোধ করেছেন । তিনি টাঙ্গাইল এবং কোর্টবিল্ডিং শাখায় লেনদেন করেন। তিনি টাঙ্গাইল শাখার পুরাতন বিল্ডিং ভেঙ্গে নতুন বিল্ডিং করার পরামর্শ দেন।

৩.০৯: ভিক্টোরিয়া রোড শাখা, টাঙ্গাইল :

মেসার্স তুষার এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ মোঃ আব্দুল আলীম সল্লা ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান। তিনি ২০০৫ সালে প্রথমে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন। ২০২৩ সালে তিনি ৫০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি বলেন সোনালী ব্যাংক জনগণের ব্যাংক। তিনি শাখার লেনদেনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ।

৩.১০: সিরাজগঞ্জ শাখা, সিরাজগঞ্জ :

➢ জনাব মোঃ আনিসুর রহমান একটি দৈনিক পত্রিকার ঢাকা ও সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি। চীন-এ তার ব্যবসা রয়েছে। তাঁর ব্যবসার কমিশন নিয়ে সমস্যা হয়। তিনি ১৯৭২ সালে সোনালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। এটিএম বুথে কার্ড আটকে যাওয়ায় একজন কর্মকর্তা তার কার্ডটি দ্রুততার সাথে উদ্ধার করে দেন মর্মে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে গ্রাহক সেবা পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে। তিনি সোনালী ব্যাংক-কে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করার জন্য সিইও এন্ড এমডি মহোদয় সম্পর্কে প্রশংসা করেন। শাখাটি ব্যস্ত হওয়ায় আরও জনবল নিয়োগ দিতে অনুরোধ করেন ।

➢ জনাব মিজানুর রহমান একজন অবসরপ্রাপ্ত ১১তম বিসিএস ক্যাডার এর কৃষি কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক। তিনি সোনালী ব্যাংক থেকে সেবা নেন । একটি বেসরকারি ব্যাংকে থাকা হিসাব বন্ধ করে তিনি টাকা সোনালী ব্যাংকে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, হাইস্কুল কেমন প্রধান শিক্ষক যেমন। প্রাইমারী স্কুল কেমন প্রধান শিক্ষক যেমন। ব্যাংকের এমডি যেমন কর্মকর্তা/কর্মচারীও তেমন। সোনালী ব্যাংকের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে এক সময় সব ব্যাংক সোনালীর সাথে Merge হতে চাবে।

তার বক্তব্যে প্রেক্ষিতে, সিইও এন্ড এমডি মহোদয় বলেন সোনালী ব্যাংক ১২৩২টি শাখা নিয়ে গঠিত। এ ব্যাংকের Power Decentralized করা হয়েছে। কোনো জাল-জালিয়াতি হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। স্থানীয় নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ শাখায় ম্যানেজার নিয়োগ দেন । মাসের শুরুতে অনেক ভীড় হলে স্মার্ট সার্ভিস নেয়ার জন্য Sonali E-Wallet, Sonali E-sheba বিষয়ে গ্রাহকদের উৎসাহিত করেন।

৩.১১: নারী উদ্যোক্তা (দেলদুয়ার শাখা, টাঙ্গাইল)

দেলদুয়ার শাখার গ্রাহক ফিরোজা বেগম একজন নারী উদ্যোক্তা ও শ্রেষ্ঠ জয়িতা । নকশিকাঁথা ও সেলাইয়ের ব্যবসায় ম্যানেজার তাকে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ দেন। ঋণ নিয়ে উনি ভালো ব্যবসা করেছেন। বিভিন্ন ব্যাংক তাকে FDR এর টাকা তাদের ব্যাংকে জমা করার জন্য বলেন। তবে সোনালী ব্যাংক ভালোবাসেন বলে এখানেই রয়েছেন মর্মে উল্লেখ করেন।

৪.০০: বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য :

৪.০১: জনাব সাবিনা আলম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর :

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব সাবিনা আলম সকলকে স্বাগত জানিয়ে এত সুন্দর ফোরামে কথা বলার সুযোগ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের সকল সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি জাপানি শব্দ

Kaizen এর উল্লেখ করেন যার অর্থ change for the better or continuous improvement বা আগামী দিনে আরো ভালো করার প্রত্যয় । তিনি বলেন ব্যাংকে সেবা গ্রহীতাগণ সেবা পাচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা দরকার। ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রয়োজন। তিনি বলেন হাসিমুখে কথা বলা চিকিৎসকদের সকলেই ভালো বলে। Communication Skill খুবই জরুরি। ই-গভর্নেন্স এর জন্য স্বচ্ছতা জরুরি। তিনি বলেন, Smart Bangladesh গড়তে হলে Smart Citizen, Smart Society, Smart Economy, Smart Technology থাকতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে স্মার্ট সেবার আওতায় আনতে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। Inovative idea নিয়ে সোনালী ব্যাংক এগিয়ে যাচ্ছে । গ্রাহকদের নিকট থেকে সেবাকেন্দ্রিক কোনো সমালোচনা থাকলে আরও ভাল হতো; যা Policy Making এর জন্য জরুরি। প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট Easy Entry থাকতে হবে। জাতির পিতার আদর্শে জনগণের সেবা করতে হবে। তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে । সেবার মান আরো বাড়লে সোনালী ব্যাংক আরো ভালো করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন ।

৪.০২: জনাব মীর মোফাজ্জল হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক পিএলসি :

উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের সকল সদস্য এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল শহিদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কল্যাণমূলক সরকার। সেবা প্রদানকারীগণ যাতে জনগণকে দ্রুততম সময়ে সেবা দিতে পারে সেজন্য ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সহজে সেবা পেতে পারে সেজন্য সেবা গ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারী এর মধ্যে মেলবন্ধন তৈরির জন্য গণশুনানি প্রয়োজন । সোনালী ব্যাংক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বৃহৎ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। এর মালিক জনগণ। সেবা প্রদানে আরো বেশি গণমুখী হওয়ার জন্য, মাঠ পর্যায়ে কোথাও ভুলত্রুটি আছে কি-না সে বিষয়ে সকলের সুচিন্তিত মতামত আশা করেন। পলিসি নির্ধারণ করে কিভাবে সেবার মান বাড়ানো যায় তার জন্য সোনালী ব্যাংক সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

৪.০৩: জনাব মীনাক্ষী বর্মন, যুগ্মসচিব ও শুদ্ধাচার বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ :

সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের সকল সদস্য এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সোনালী ব্যাংক গড়ার ক্ষেত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদান বিষয়ে উল্লেখ করেন। সোনার বাংলার স্বপ্ন জাতির পিতা দেখিয়েছিলেন। সেই সোনার বাংলা গড়ার জন্য ২০১২ সালে ব্যক্তি পর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুদ্ধাচার চালু হয়েছে। সরকার স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। ২০ বছর পূর্বে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে ব্যাংকে লাইন ধরতে হতো। বর্তমানে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা যাচ্ছে। স্মার্ট সেবা নেওয়ার জন্য সেবা গ্রহীতাদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। সকল অংশীজন ইতিবাচক বক্তব্য প্রদান করেছেন কিন্তু সমাবেশে নেতিবাচক ও গঠনমূলক বক্তব্য না থাকলে সমস্যা চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন। সেবার বিষয়ে সমস্যা উল্লেখ করলে তার সমাধান করার উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় মর্মে তার মতামত প্রকাশ করেন। তিনি এসি স্থাপন করার বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে উত্থাপন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন ।

৪.০৪: জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস, যুগ্মসচিব ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ :

সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগষ্ট শহীদদের স্মরণ করেন। ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার বিষয়ে উল্লেখপূর্বক জাতির পিতার আহবানে মুক্তিযুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। ব্যাংকের বর্তমান ডায়নামিক সিইও এন্ড এমডি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়াসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। একজন ঋণগ্রহীতার সুদ মওকুফ এর প্রস্তাবে সিইও

এন্ড এমডি কর্তৃক তাকে সিএসআর থেকে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের প্রশংসা করেন। তিনি উল্লেখ করেন ঋণের সুদের হার কমানোর সুযোগ সীমিত। ঋণের সুদের হারের বিষয়ে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নির্ধারণ করে থাকেন। শাখার পরিসর বাড়ানোসহ প্রয়োজন অনুযায়ী শাখাগুলোতে এসি লাগানোর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভোক্তাই রাজা। এখানে সকল ব্যাংক কর্মকর্তাই গ্রাহকদের নিকট প্রশংসিত। কর্মকর্তাদের বিধি মোতাবেক বদলি করার বিষয়ে বলেন। তিনি উল্লেখ করেন এদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ এবং পরিশেষে সোনার বাংলাদেশ হবে। স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত হলে ২০৪১ সালে মধ্যে সোনার বাংলাদেশ হবে। তিনি ই-ওয়ালেট সার্ভিস, Taka pay Card ব্যবহার করতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। সিনিয়র সিটিজেন যারা ব্যাংকে যাবে তাদের জন্য বিশেষ প্রডাক্ট নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য বলেন। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন ।

৫.০০: প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আফজাল করিম, সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও প্রধান কার্যালয়স্থ নৈতিকতা কমিটির আহ্বায়ক :

সমাপনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি গ্রাহকদের দীর্ঘসময় যাবৎ ধৈর্য্য সহকারে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন সর্বোচ্চ নির্বাহী হলেও তার জবাবদিহিতা রয়েছে। সেবার মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন যেখানে কাজ করার সুযোগ রয়েছে সেখানে অবশ্যই কাজ করবেন। সকল ম্যানেজারদের ব্যাংকের সকল সেবার বিষয়ে গ্রাহকদের অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ১৬৬৩৯ নম্বরে কলসেন্টার চালু করা হয়েছে যাতে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান করা হয়। প্রবাসীরা বছরে প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলার প্রেরণ করেন। তারা ইউএসএ হতে Blaze এর মাধ্যমে ৫ সেকেন্ডে টাকা পাঠাতে পারে। সুদ মওকুফ এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন রয়েছে। যারা প্রাপ্য তারা যেন স্বল্প সময়ের মধ্যে উক্ত সুবিধা পায় তার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে সোনালী ব্যাংক সকল সূচকে অতীতের সকল অর্জনকে ছাড়িয়ে গেছে। গ্রাহকসেবায় যেন কোনো ত্রুটি না থাকে, গ্রাহক যেন কোন অবস্থাতেই হয়রানির শিকার না হয়, আমানত যেন সুদসহ ফেরত পায় সেজন্য সোনালী ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পরিশেষে তিনি সকলের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। পবিত্র রমজান মাসে রোজা রেখে কষ্ট করে গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করায় তিনি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিবদ্বয় ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি গণশুনানীতে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত গ্রাহক, অংশীজন ও সভা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ সাফায়েত হোসেন পাটওয়ারী)
জেনারেল ম্যানেজার
ও
শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

সোনালী ব্যাংক পিএলসি

বিশ্বস্ত ও স্মার্ট

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে আয়োজিত সভা ও গণশুনানি

স্থানঃ ওয়াটার গার্ডেন রিসোর্ট এন্ড স্পা, দাপনাজোর, বাসাইল, টাঙ্গাইল

তারিখঃ ২৩ মার্চ, ২০২৪

উপস্থিত শাখা প্রধান ও ম্যানেজারবৃন্দের হাজিরা

(জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	শাখার নাম	স্বাক্ষর
০১	জনাব মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ	এজিএম	টাঙ্গাইল শাখা	
০২	জনাব উত্তম কুমার কর্মকার	এজিএম	মির্জাপুর শাখা	
০৩	জনাব তরুন কুমার রায়	এসপিও	কোর্টবিল্ডিং শাখা	
০৪	জনাব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান	এসপিও	সখিপুর শাখা	
০৫	জনাব রিপন কর্মকার	এসপিও	টাঙ্গাইল বাজার শাখা	
০৬	জনাব মোহাম্মদ আনিছুর রহমান	এসপিও	ভিক্টোরিয়া রোড শাখা	
০৭	জনাব সাবিহা ইসলাম	এসপিও	ময়মনসিংহ রোড শাখা	
০৮	জনাব খন্দকার মাসুদ রানা	এসপিও	বাসাইল শাখা	
০৯	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	পিও	নাগরপুর শাখা	
১০	জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান	পিও	মাভাবিপ্রবি শাখা	
১১	জনাব জুয়েল পারভেজ	পিও	গোড়াই শাখা	
১২	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান	পিও	দেলদুয়ার শাখা	
১৩	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	পিও	লাউহাটী শাখা	
১৪	জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম	পিও	পাকুল্যাবাজার শাখা	
১৫	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	পিও	এলেঙ্গা শাখা	23.03.2024
১৬	জনাব মোঃ ছামিউর রহমান খান	পিও	সা'দত বাজার শাখা	23.03.24
১৭	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	পিও	পাকুটিয়া শাখা	

সোনালী ব্যাংক পিএলসি

বিশ্বস্ত ও স্মার্ট

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে
আয়োজিত সভা ও গণশুনানি

স্থানঃ ওয়াটার গার্ডেন রিসোর্ট এন্ড স্পা, দাপনাজোর, বাসাইল, টাঙ্গাইল

তারিখঃ ২৩ মার্চ, ২০২৪

সুশীল সমাজের সম্মানিত প্রতিনিধি এবং শাখাভিত্তিক সম্মানিত আমানতকারী ও ঋণ সুবিধাভোগীবৃন্দের হাজিরা

(জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	সম্মানিত সুধী ও গ্রাহকবৃন্দের শাখার নাম	সম্মানিত সুধী ও গ্রাহকবৃন্দের নাম	স্বাক্ষর
০১	টাঙ্গাইল শাখা	জনাব মোঃ মোস্তাকিম বিল্লাহ/ জনাব মোঃ রাসেল/	
		জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক	
০২	টাঙ্গাইল বাজার শাখা	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান বুলবুল	
		জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	
০৩	কোর্টবিল্ডিং শাখা	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার	
০৪	ভিক্টোরিয়া রোড শাখা	জনাব মোঃ আব্দুল আলীম	
০৫	ময়মনসিংহ রোড শাখা	জনাব ইনাম আহমেদ	
		জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান	
০৬	মাভাবিপ্রবি শাখা	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	
		জনাব মোঃ সজিব আহমেদ	
০৭	এলেঙ্গা শাখা	জনাব মোঃ আমির হামজা	
		জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন	
০৮	দেলদুয়ার শাখা	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	
		মিসেস ফিরোজা বেগম	
০৯	নাগরপুর শাখা	জনাব মোঃ হামিদুল হক জিন্নাহ	
		জনাব মোঃ লিটন মিয়া	
১০	মির্জাপুর শাখা	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম	
		জনাব মীর লুৎফর রহমান	
১১	পাকুল্যা বাজার শাখা	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	

সোনালী ব্যাংক পিএলসি

বিশ্বস্ত ও স্মার্ট

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে

আয়োজিত সভা ও গণশুনানি

স্থানঃ ওয়াটার গার্ডেন রিসোর্ট এন্ড স্পা, দাপনাজোর, বাসাইল, টাঙ্গাইল

তারিখঃ ২৩ মার্চ, ২০২৪

সম্মানিত খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের হাজিরা

(জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	সম্মানিত খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের শাখার নাম	সম্মানিত খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নাম	স্বাক্ষর
১	ভিক্টোরিয়া রোড শাখা	মো: হুমায়ুন কবির	[illegible]
২	সখিপুর শাখা	মো: আব্দুস ছালাম	[illegible]
৩	"	মোছা: রেবেকা সুলতানা	রেবেকা সুলতানা
	"	~~রেওয়ান মাজিদা~~	
৪	"	মো: রফিকুল ইসলাম	[illegible]
৫	টাঙ্গাইল শাখা	মাহমুদা আক্তার	[illegible]
০৬	পাকুল্লা বাজার	মো: মোছলেম উদ্দিন	[illegible]
০৭	গোড়াই শাখা	মো: কালু মল্লিক	[illegible]
০৮	নাগরপুর শাখা	কামরুল ইসলাম	[illegible]
০৯	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১০	গোড়াই শাখা	মো: খান ইমরান আহমেদ	খান-ইমরান আহমেদ
১১	বাসাইল শাখা	[illegible]	[illegible]

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে
আয়োজিত সভা ও গণশুনানি

স্থানঃ ওয়াটার গার্ডেন রিসোর্ট এন্ড স্পা, দাপনাজোর, বাসাইল, টাঙ্গাইল

তারিখঃ ২৩ মার্চ, ২০২৪

সিরাজগঞ্জ হতে আগত অত্র ব্যাংকের নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দের হাজিরা

(জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
১	সঞ্জিত কুমার বণিক	ডিজিএম	[signature] 23.03.24
২.	সাহেদুল কবির	এজিএম	[signature] 23.03.2024
৩	উদয় কুমার দত্ত	এজিএম	[signature]
৪.	মুহাম্মদ আবু রায়হান মিয়া	এস. পি. ও	[signature]
৫.	মো: [illegible] ইসলাম	পিও, [illegible]	[signature]
৬.	মো: আমিনুল ইসলাম	SPO, সিরাজগঞ্জ অঞ্চল	[signature]
৭	আলম, ড্রাইভার	PO, Sirajganj	[signature]
৮.	আল-আমিন, ড্রাইভার	AGM, PO.	[signature]
৯	ইমরান ড্রাইভার	সিরাজগঞ্জ শাখা	[signature]

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে
আয়োজিত সভা ও গণশুনানি
স্থানঃ ওয়াটার গার্ডেন রিসোর্ট এন্ড স্পা, দাপনাজোর, বাসাইল, টাঙ্গাইল
তারিখঃ ২৩ মার্চ, ২০২৪

সিরাজগঞ্জ হতে আগত

সুশীল সমাজের সম্মানিত প্রতিনিধি এবং শাখাভিত্তিক সম্মানিত আমানতকারী ও ঋণ সুবিধাভোগীবৃন্দের হাজিরা

(জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	সম্মানিত সুধী ও গ্রাহকবৃন্দের শাখার নাম	সম্মানিত সুধী ও গ্রাহকবৃন্দের নাম	স্বাক্ষর
১.	সিরাজগঞ্জ	মো: হাফিজুর রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা) [illegible] — সিরাজগঞ্জ	[illegible] ২৩/০৩/২৪
২.	"	আব্দুল জলিল, প্রোঃ [illegible] এন্টারপ্রাইজ	জলিল
৩.	"	মো: আনিসুর রহমান	[illegible]
৪.	"	" মিজানুর রহমান	
৫.	চান্দাইকোনা শাখা	মো: সাইফুল ইসলাম প্রো: মেসার্স ওমর চাউল কল	[illegible]
৬.	"	মো: আনোয়ার হোসেন	[illegible]
৭.	উল্লাপাড়া শাখা	" সুজন রেজা	সুজন রেজা
৮.	"	মেসার্স মোহাম্মদ সাদিয়া ডেইরী ফার্ম প্রো: মোছাঃ সাকিনা খাতুন	সাকিনা

সোনালী ব্যাংক পিএলসি

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
" জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অ
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪ কোয়ার্টার) সভা ও গণশুনানি
প্রধান অতিথিঃ জনাব মোঃ

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
" জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪ কোয়ার্টার) সভা ও গণশুনানি"
প্রধান অতিথিঃ জনাব মোঃ